

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”



অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, আগস্ট ১৭, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মজুরী বোর্ড শাখা
প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০১ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/১৬ আগস্ট ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২৭৯-আইন/২০২১।—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ১৪০ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার উক্ত আইনের ধারা ১৩৯ এর অধীন ‘নির্মাণ ও কাঠ’ শিল্প সেক্টরের, অতঃপর উক্ত সেক্টর বলিয়া উল্লিখিত, এর শ্রমিকগণের জন্য ‘নিম্নতম মজুরী বোর্ড’ কর্তৃক সুপারিশকৃত নিম্নের তফসিলে বর্ণিত নিম্নতম মজুরী হারকে, নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, উক্ত সেক্টরের শ্রমিকগণের জন্য নিম্নতম মজুরী হার হিসাবে এতদ্বারা ঘোষণা করিল, যথা:—

তফসিল

শ্রমিকগণের নিম্নতম মজুরী হার

ক্রমিক নম্বর	শ্রমিক পদবিন্যাস ও শ্রেণি বিভাগ	এলাকা	মাসিক মূল মজুরী (টাকা)	বাড়ী ভাড়া ভাতা (টাকা) (শহর অঞ্চলে মূল মজুরীর ৪০% ও গ্রাম অঞ্চলে মূল মজুরীর ৩০%)	চিকিৎসা ভাতা (টাকা)	যাতায়াত ভাতা (টাকা)	সর্বমোট মজুরী (টাকা)	দৈনিক মজুরী (টাকা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
১।	গ্রেড-১: ১। মোজাইক মিস্ত্রি ২। টাইলস মিস্ত্রি	শহর অঞ্চল	১৯,৭০০/-	৭,৮৮০/-	৮০০/-	৪০০/-	২৮,৭৮০/-	১,১০৫/-
		গ্রাম অঞ্চল	১৯,৭০০/-	৫,৯১০/-	৬০০/-	৩০০/-	২৬,৫১০/-	১,০২০/-

(১২৪৯৯)

মূল্য : টাকা ৮.০০

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২।	গ্রেড-২:	শহর	১৮,২০০/-	৭,২৮০/-	৮০০/-	৮০০/-	২৬,৬৮০/-	১,০২০/-
	১। সেনিটারী মিস্ত্রি	অঞ্চল						
	২। প্লাম্বার মিস্ত্রি	গ্রাম	১৮,২০০/-	৫,৪৬০/-	৬০০/-	৩০০/-	২৪,৫৬০/-	৯৪০/-
	৩। থাই অ্যালুমিনিয়াম মিস্ত্রি	অঞ্চল						
৩।	গ্রেড-৩:	শহর	১৬,৭০০/-	৬,৬৮০/-	৮০০/-	৮০০/-	২৪,৫৮০/-	৯৪০/-
	১। রাজ মিস্ত্রি	অঞ্চল						
	২। রড মিস্ত্রি	গ্রাম	১৬,৭০০/-	৫,০১০/-	৬০০/-	৩০০/-	২২,৬১০/-	৮৭০/-
	৩। কাঠ মিস্ত্রি	অঞ্চল						
	৪। ইলেকট্রিক মিস্ত্রি							
	৫। রং মিস্ত্রি/পলিশ মিস্ত্রি							
	৬। সহকারী মোজাইক মিস্ত্রি							
	৭। সহকারী টাইলস মিস্ত্রি							
৪।	গ্রেড-৪:	শহর	১৪,৬০০/-	৫,৮৪০/-	৮০০/-	৮০০/-	২১,৬৪০/-	৮৩০/-
	১। সহকারী সেনিটারী মিস্ত্রি	অঞ্চল						
	২। সহকারী প্লাম্বার মিস্ত্রি	গ্রাম	১৪,৬০০/-	৪,৩৮০/-	৬০০/-	৩০০/-	১৯,৮৮০/-	৭৬০/-
	৩। সহকারী থাই অ্যালুমিনিয়াম মিস্ত্রি	অঞ্চল						
৫।	গ্রেড-৫:	শহর	১৩,৫০০/-	৫,৪০০/-	৮০০/-	৮০০/-	২০,১০০/-	৭৭০/-
	১। সহকারী রাজমিস্ত্রি	অঞ্চল						
	২। সহকারী রড মিস্ত্রি							
	৩। সহকারী কাঠ মিস্ত্রি	গ্রাম	১৩,৫০০/-	৪,০৫০/-	৬০০/-	৩০০/-	১৮,৪৫০/-	৭১০/-
	৪। সহকারী ইলেকট্রিক মিস্ত্রি	অঞ্চল						
	৫। সহকারী রং মিস্ত্রি/সহকারী পলিশ মিস্ত্রি							
৬।	গ্রেড-৬:	শহর	১১,৮০০/-	৪,৭২০/-	৮০০/-	৮০০/-	১৭,৭২০/-	৬৮০/-
	১। যোগালা/লেবার	অঞ্চল						
		গ্রাম	১১,৮০০/-	৩,৫৪০/-	৬০০/-	৩০০/-	১৬,২৪০/-	৬২০/-
		অঞ্চল						

শিক্ষানবিশ শ্রমিকের ক্ষেত্র:**(ক) শিক্ষানবিশীকাল ৩ (তিন) মাস:**

তবে শর্ত থাকে যে, একজন শ্রমিকের ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশীকাল আরও ৩ (তিন) মাস বৃদ্ধি করা যাইবে যদি কোনো কারণে প্রথম ৩ (তিন) মাস শিক্ষানবিশীকালে তাহার কাজের মান নির্ণয় করা সম্ভব না হয়;

(খ) শিক্ষানবিশীকালে শিক্ষানবিশ শ্রমিক মাসিক সর্বসাকুল্যে ১০ (দশ) হাজার টাকা/দৈনিক মজুরী ৫ (পাঁচ) শত টাকা প্রাপ্য হইবেন; এবং

(গ) শিক্ষানবিশীকাল সন্তোষজনকভাবে সমাপ্ত হইবার পর শিক্ষানবিশ শ্রমিক সংশ্লিষ্ট গ্রেডের স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হইবেন।

শর্তাবলী:

- ১। তফসিলে উল্লিখিত নিম্নতম মজুরী হার সমগ্র বাংলাদেশের “নির্মাণ ও কাঠ” শিল্প সেক্টরের জন্য প্রযোজ্য হইবে;
- ২। তফসিলে উল্লিখিত পদের অতিরিক্ত কোনো পদ সংশ্লিষ্ট শিল্পে পূর্ব হইতে বিদ্যমান অথবা পরবর্তীতে সংযোজিত হইলে উহা যথাযথ শ্রেণিতে/গ্রেডে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে;
- ৩। তফসিলে উল্লিখিত শ্রমিক বর্তমানে যে গ্রেডে কর্মরত আছেন সেই গ্রেডেই তাহাকে স্থলাভিষিক্ত করিয়া এই মজুরী কাঠামোর সহিত সমন্বয়পূর্বক তাহার মজুরী নির্ধারণ করিতে হইবে। কোনো শ্রমিককে নিম্ন গ্রেডভুক্ত করা যাইবে না;
- ৪। এই প্রজ্ঞাপন জারির পর হইতে উক্ত সেক্টরের মালিকগণ তফসিলে উল্লিখিত পদবিন্যাস অনুযায়ী শ্রমিককে যথাযথ পদে সন্নিবেশিত করিয়া মজুরী রেজিস্টারভুক্তকরত মজুরী স্লিপ প্রদান করিবেন;
- ৫। তফসিলে উল্লিখিত মজুরী মাসিক/দৈনিক নিম্নতম মজুরী হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা কম মজুরী প্রদান করা যাইবে না। এছাড়া উক্ত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা অধিক হারে মজুরী প্রদত্ত হইয়া থাকিলে তাহা হ্রাস করা যাইবে না;
- ৬। নিয়োগকর্তা বা মালিকপক্ষ ইচ্ছা করিলে স্ব-উদ্যোগে বা এককভাবে বা যৌথ উদ্যোগে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী কোনো শ্রমিক অথবা শ্রমিকগণকে অধিক হারে মজুরী প্রদান করিতে পারিবেন;
- ৭। উক্ত শিল্প সেক্টরে কোনো শ্রমিক ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োজিত হইয়া মজুরী প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে উক্ত শ্রমিকও বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২(৬৫) অনুযায়ী “শ্রমিক” বলিয়া গণ্য হইবেন। উক্ত শিল্প সেক্টরে কোনো শ্রমিকের ঠিকাদারের নিকট প্রাপ্য পাওনাদির ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হইলে তাহার দায়দায়িত্ব মালিকপক্ষের উপর বর্তাইবে। ঠিকাদার নিম্নতম মজুরী বোর্ডের সুপারিশের আলোকে সরকার কর্তৃক শ্রমিকের জন্য ঘোষিত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা কোনোক্রমেই কম মজুরী প্রদান করিতে পারিবেন না;

- ৮। শর্ত ৭ এ উল্লিখিত নিয়োগকারী ঠিকাদার বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১২১, ধারা ১৫০ এবং ধারা ১৬১ এর বিধান মোতাবেক মালিকের ন্যায় একইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;
- ৯। উক্ত সেক্টরের মালিক যদি শ্রমিককে ফুরনভিত্তিক (Piece rate) মজুরী প্রদান করিয়া থাকেন, তবে তফসিলে উল্লিখিত হারে ও শর্তাধীনে মজুরীর হার এইরূপ হারে সংশোধন করিতে হইবে যাহাতে তাহারা বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত শ্রমিকের জন্য নির্ধারিত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা কম মজুরী প্রাপ্ত না হন;
- ১০। তফসিলে উল্লিখিত নিম্নতম মজুরী ও বিভিন্ন ভাতাদি ছাড়াও শ্রমিক কর্মরত প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য যে সকল অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও ভাতা পাইয়া থাকেন তাহা বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান মোতাবেক বলবৎ ও অব্যাহত থাকিবে;
- ১১। তফসিলে উল্লিখিত নিম্নতম মজুরী সমন্বয় করিয়া ১ (এক) বৎসর কর্মরত থাকিবার পর শ্রমিকগণের মূল মজুরীর ৫% (শতকরা পাঁচ শতাংশ) হারে বাৎসরিক ভিত্তিতে মজুরী বৃদ্ধি পাইবে। পরবর্তী বৎসরে ক্রমবর্ধমান হারে পুনরায় মূল মজুরীর ৫% (শতকরা পাঁচ শতাংশ) হারে বৃদ্ধি পাইবে;
- ব্যাখ্যা: যদি একজন শ্রমিকের মূল মজুরী ১১,৮০০/- (এগারো হাজার আটশত) টাকা হয় তবে ১ (এক) বৎসর কর্মরত থাকিবার পর তাহার বাৎসরিক মজুরী বৃদ্ধি পাইয়া মূল মজুরী ১২,৩৯০/- (বারো হাজার তিনশত নব্বই) টাকা নির্ধারিত হইবে। পরবর্তী বৎসরে ক্রমবর্ধমান হারে পুনরায় ৫% (শতকরা পাঁচ শতাংশ) হারে বৃদ্ধি পাইবে অর্থাৎ মূল মজুরী ১২,৩৯০/- (বারো হাজার তিনশত নব্বই) টাকার ৫% (শতকরা পাঁচ শতাংশ) বৃদ্ধি পাইয়া ১৩,০০৯.৫০ (তেরো হাজার নয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা) টাকা নির্ধারিত হইবে;
- ১২। উক্ত সেক্টরে নিযুক্ত শ্রমিক বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর সংশ্লিষ্ট ধারা ও বিধি অনুযায়ী ভাতাদি এবং অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন; এবং
- ১৩। এই প্রজ্ঞাপনের কোনো অংশ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর সহিত সাংঘর্ষিক হইলে সেই অংশটুকু বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শাহানা জামান

উপসচিব।